দৈনিক বাংলা

C04

তারিখ 02 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ শনিবার, ১৭ই পৌষ, ১৩৯৪ ঃ ২রা জানুয়ারী, ১৯৮৮

ভর্তি সমস্যা

নতুন বছর শুরু হয়েছে। সূচনা হয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক
স্তরে নতুন শিক্ষা বছরের এবং সেখানে দেখা দিয়েছে ভর্তি
সমস্যা। সমস্যাটি গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরেই প্রকট। তবে
সবচেয়ে প্রকট সম্ভবতঃ রাজধানীতে। শুধু এ বছরই নয়,
ভর্তির সমস্যা আগেও ছিল। তবে ক্রমশঃ তা তীব্রতর
হয়ে আসছে। ভালো স্কুল বলে খ্যাতি আছে অভি-
ভাবকরা স্বভাবতই তাদের প্রতিপাল্যদের সেখানে ভর্তি
করতে চান। তেমনি একটি স্কুলের ৩০০ আসনের জন্য
১৮০০ দরখাস্ত পড়েছে। এই রকম অন্যান্য নামকরা স্কুলেও
অনুরূপ দরখাস্ত জমা হয়েছে। অভিভাবকরা একটি সীটের
জন্য হন্যে হয়ে স্কুলে স্কুলে ঘুরছেন। কিন্তু সর্বত্রই
'ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই' অবস্থা।

অতীতে ভর্তি সমস্যা মোকাবিলার জন্য ভালো স্কুলগুলো
যতটা সম্ভব ব্যবস্থা নিয়েছে। আসন সংখ্যা বাড়িয়েছে, সেক-
শন বাড়িয়েছে। তাতেও কুলোয়নি বলে নতুন শিফট চালু
করেছে। বস্তুতঃ সেই স্কুলগুলোরও আর আসন বাড়ানোর
নতুন কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন হল ঃ তাহলে এই শিক্ষার্থীরা যাবে কোথায়? তাদের
ভর্তির ব্যবস্থা কি? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—রাজধানীতে
ভর্তি সমস্যা কতটা তীব্র। শেষোক্ত প্রশ্নটার জবাব দিয়ে
শুরু করলে পরিস্থিতিটা অনুধাবন করা সহজতর হবে।
রাজধানীতে ভর্তি সমস্যা অবশ্যই আছে। তিন শতটি আস-
নের জন্য ১৮০০ দরখাস্ত জমা পড়ার মধ্যে দিয়েই তার
প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থার উদ্ভব ঘটে থাকে
কেবলমাত্র সেই স্কুলগুলোতেই যেগুলো ভালো স্কুল
বলে পরিচিতি লাভ করেছে। ঐ স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য
যে পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হয় অন্যান্য স্কুলে ততটা সৃষ্টি হয়
না। সেখানেও চাপ যে নেই তা নয়, তবে তা ততটা ভয়াবহ
নয়। সুতরাং সার্বিকভাবে বিচার করলে ছাত্র ভর্তির সম-
স্যাকে যতটা তীব্র মনে হচ্ছে ততটা তীব্র নয়।

তা সত্ত্বেও ভর্তি সমস্যা যে আছে তা অস্বীকার করার উপায়
নেই। সুতরাং তার একটা সমাধান করাও দরকার। আর
বর্তমান অবস্থায় যথার্থভাবে এই সমস্যা সমাধান করতে
হলে রাজধানীতে আরো স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
কেননা বর্তমানে যেসব স্কুল আছে সেগুলোর আসন সংখ্যা
বাড়ানোর ক্ষমতা ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে গত
কয়েক বছরের ক্রমবর্ধমান ছাত্র ভর্তির সমস্যার চাপে।

অন্যদিকে কোন কোন স্কুলের উপর যাতে অধিকতর চাপ
সৃষ্টি না হয় তার জন্যে প্রতি স্কুলকে কেন্দ্র করে ভর্তির
এলাকা নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে। বৃটেনসহ উন্নত
দেশগুলোতে এই ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। এর ফলে ভর্তি
সমস্যার চাপ যদি আদৌ থাকে তাহলে তা কোন নির্দিষ্ট
স্কুলের উপর কেন্দ্রীভূত হয় না—সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে
না। অভিভাবকরাও স্ব স্ব এলাকার স্কুলের উন্নয়নে
যত্নবান হন। ফলে সেগুলোর উন্নতিও ঘটে। বিভিন্ন এলা-
কার স্কুল মোটামুটিভাবে সমতার ভিত্তিতে উন্নত হয়।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা দরকার। ভর্তি সমস্যার সুযোগ
নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো
কিন্ডারগার্টেন, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি গজিয়ে চলেছে।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাদান নয়, শিক্ষা নিয়ে ব্যবসাই এসব
প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নয়,
ট্রেডিং লাইসেন্সই হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের পাথেয়।
আমাদের মতে, এসব প্রতিষ্ঠান গজিয়ে ওঠা যাতে বন্ধ হয়
তার জন্য শিক্ষা বিভাগের অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ
করা দরকার।

এ প্রসঙ্গে দেশের সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোর লেখাপড়ার
মান সম্পর্কেও আলোকপাত করা দরকার। রাজধানীসহ অন্যান্য
স্থানে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার মান পড়তির দিকেই। ফলে
এসব স্কুলে কেউ পারত পক্ষে তাদের সন্তান ভর্তি করতে
চান না। এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা প্রশাসনিক ব্যর্থতা। স্কুল-
গুলোর এই সংকট দূর করার জন্য শিক্ষকদের যেমন আন্ত-
রিক প্রয়াস চালাতে হবে, তেমনি, এক্ষেত্রে গাফিলতির জন্য
নেয়া দরকার ব্যবস্থা। প্রাইমারী স্কুলগুলোর মান উন্নত করার
কার্যকর ব্যবস্থা নিতেই হবে। তা না হলে ভর্তি সংকটের
অবসান হবে না।